রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২১—৫৩৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৫৯—১০৭৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৪১—২৫৬
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১০৩—১১৭৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮/০২ জুন, ২০২১

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৫.২০১৯-৮৬—যেহেতু, জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৬৮০৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নাটোর ও সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-এর বিগত ০৯-১০-২০১৮ হতে ২৮-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জেলা প্রশাসক, নাটোর হিসেবে কর্মকালের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৬৮০৪)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত বিভাগীয় মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বেই অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান ২৭-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন;

সেহেতু, জনাব মুহম্মদ গোলামুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৬৮০৪), প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, নাটোর ও সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-কে তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ ২৭-০১-২০২১ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১৬.১৯.৬৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী (পরিচিতি নং-১৮২০২), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা বর্তমানে সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী (পরিচিতি নং-১৮২০২)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে সার্বিক মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী (পরিচিতি নং-১৮২০২)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৩-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে ও পূর্বানুমতি ব্যতীত সরকারি গাড়ি নিয়োগ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আশরাফুল ইসলাম দিপুকে ফুলের তোড়া উপহার দেওয়ার বিষয়টি সত্য, যা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন; তবে আশরাফুল ইসলাম দিপু নামক গণমাধ্যমে প্রচারিত একজন পেশাদার প্রতারক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে তিনি এই কাজটি করেন; ঘটনার পূর্বে তার কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ের অপমানসূচক আচরণের কারণে তার মধ্যে আত্মমর্যাদার অভাব সৃষ্টি হয়েছিল; এই পরিস্থিতিতে যখন তাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা সেজে কেউ ফোন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কোনো কাজ সম্পাদনের কথা বলেন তখন আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পেয়ে তিনি সহজেই প্রতারণার ফাঁদে পড়েন; এক্ষেত্রে তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য বা ill-motive ছিল না; কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিরূপ আচরণের কারণে তার পক্ষে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল; তাছাড়া শিক্ষানবিস কর্মকর্তা হিসাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গ্রুমিং এর অভাব থাকায় তার পক্ষে একজন পেশাদার প্রতারক কর্তৃক প্রতারণার বিষয়টি অনুমান করা কঠিন ছিল; কাজেই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন;

যেহেতু, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী (পরিচিতি নং-১৮২০২)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী (পরিচিতি নং-১৮২০২), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা বর্তমানে সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২১ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.২০(বি.মা.).২১৭—১. যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিতি নং-১৬৭০৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর, বর্তমানে উপপরিচালক, বিয়াম, ঢাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করা, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করাসহ নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে মহম্মদপুরে বদলি করা হলেও দীর্ঘ ২৪ (চব্বিশ) দিন পর বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করা এবং এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে কিছু অবহিত না করা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে মহম্মদপুর যোগদানের পর ঐ উপজেলার কর্মকর্তাদের নিয়ে পূর্বের কর্মস্থল কেশবপুর গমন করে জনগণের ক্ষোভকে আরও উস্কে দেওয়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী জনাব ইসমাত আরা সাদিকের কফিনে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা কর্তৃক পুস্পস্তবক অর্পণের সময় তাতে অংশগ্রহণ না করে বিপরীত পার্শ্বে দাড়িয়ে থাকা পরবর্তীতে মরহুমার কফিনবাহী হেলিকপ্টার কেশবপুর ত্যাগ করার পর দীর্ঘ সময় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক খুলনা সেখানে অবস্থান করলেও তাঁদের সাথে দেখা না করে চলে যাওয়া ইত্যাদি অভিযোগে গত ১৮-০৮-২০২০ তারিখ ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.২০ (বি.মা.)-২৬১ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী

জারিপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২. যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ৩১-০৮-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১০-০৬-২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার সময় সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানের অভিযোগের সপক্ষে চাহিত প্রমাণাদি দেখাতে ব্যর্থ হলে এ অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণাদি প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, খুলনাকে নির্দেশনা দিয়ে পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করা হলো উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ১৫-০৩-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.০০৬.৩৪.০১৯.২০-১৩৮ নং স্মারকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদানের অভিযোগের কোনো প্রমাণাদি নাই; এবং

৩. যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিকালে বক্তব্যে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করেন এবং তাঁর বদলিকৃত কর্মস্থলে দেরিতে যোগদানের বিষয়ে জানান জেলা প্রশাসক, যশোর কর্তৃক ০৫-১২-২০১৯ তারিখ অবমুক্ত হয়ে ০৮-১২-২০১৯ তারিখ পূর্বাহ্নে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরায় যোগদান করেন, এছাড়াও প্রাক্তন কর্মস্থল কেশবপুর গমনের বিষয়ে তিনি বলেন জেলা প্রশাসক মাগুরার অনুমতিক্রমে তিনি কেশবপুর উপজেলায় তাঁর কর্তৃক উন্নীত ও অনুসৃত নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মহম্মদপুর উপজেলার কর্মচারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলনা এবং রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো ধরনের প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন; এবং

৪. যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনা, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা-এর ১৫-০৩-২০২১ তারিখের পত্র এবং নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ও অভিযুক্তের বক্তব্য পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিত নং-১৬৭০৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ আমলযোগ্য বা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মর্মে প্রতীয়মান হয় না; এবং

৫. সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিতি নং-১৬৭০৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর, বর্তমানে উপপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৮/২১ জুন ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০০২.২১-৮৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আবু মাসুদ (পরিচিতি নম্বর-৫৫২৯), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), সমাজসেবা অধিদপ্তর '৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ২২ জেলায়) (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ০৩ (তিন) জন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ প্রদান, প্রকল্পের দুইটি গাড়ির কোনো লগ বই সংরক্ষণ না করা, প্রকল্পের কাগজ মজুদ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত না করা এবং অতিরিক্ত ভ্রমণ বিল উত্তোলন করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু মাসুদ ১৮-০৩-২০২১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ১৫-০৬-২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, শুনানি অন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আবু মাসুদ (পরিচিতি নম্বর-৫৫২৯), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ কোন দৃঢ় ও পর্যাপ্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবু মাসুদ (পরিচিতি নম্বর-৫৫২৯), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা (বর্তমানে উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার (উপসচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৮/২৪ জুন ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.২০.১৯৬—যেহেতু, সৈয়দ মাহবুবুল হক (পরিচিতি নং-১৭৪৭২), সহকারী সচিব, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার এবং প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে উক্ত উপজেলার গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে আসা জনৈক কলেজ ছাত্রের চুল কাটার নির্দেশ প্রদান করা, বিষয়টি নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোসহ বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ০৯-০৭-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮১.২৭.০০৪.২০.২২২ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি ২১-০৭-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬৭২০), উপসচিব (বিধি-৪ শাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক ০২-১১-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে তা সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবেচিত না হওয়ায় পুনঃতদন্তের জন্য উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন ফেরত প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ১৪-০৬-২০২১ তারিখে উক্ত বিভাগীয় মামলা তদন্ত করে পুনরায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সৈয়দ মাহবুবুল হক (১৭৪৭২), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) উপবিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেছেন;

৬। সেহেতু, সৈয়দ মাহবুবুল হক (পরিচিতি নং-১৭৪৭২), সহকারী সচিব, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার এবং প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(৮) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৮ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১২.২১(বি.মা.)-২২১—১. যেহেতু, জনাব মোঃ সফি উল্লাহ (পরিচিতি নং ১৬৯৮৪), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ ও বর্তমানে উপপ্রধান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা গত ০৭-১১-২০১৯ তারিখ হতে ২৯-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে তাঁর ছেলে শাহার উল্লাহ রাফসান এর নামে নিজ কর্মস্থলে ফুটবল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁর ছেলের নামে উপজেলায় ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা, আয়োজিত টুর্ণামেন্টে পিডিবি দলের সাথে উপজেলা প্রশাসন দলের খেলার সময় তিনি ফাউল করার কারণে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় জনাব কমলেশ দাসকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া এবং বিষয়টির দৃশ্য ভিডিওতে ধারণ করে লাইভ দেখানোর কারণে বিদ্যুৎ অফিসের কর্মচারী জনাব নুরুজ্জামানকে মারধর করা, ভাই সম্বোধন করার কারণে অনলাইনে একুশে টিভির সাংবাদিকের সাথে বিতর্কে জড়ানো, বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরাঙ্গনা গীতা রায়ের মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঠানোর জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) হতে পত্র প্রেরণ করা হলে দীর্ঘ নয় মাস পর বীর মুক্তিযোদ্ধা গীতা রায়ের মৃত্যুর পরে সেই প্রতিবেদন প্রেরণ করা ইত্যাদি অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১০-০৩-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭. ০১২.২১(বি.মা.)-১১২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-০৪-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬-০৬-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর মাধ্যমে দাখিলকৃত অভিযোগ সমর্থন করে বলেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগের সত্যতা রয়েছে অপর পক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন ছেলের নামে ফুটবল টুর্ণামেন্ট আয়োজনের জন্য উপজেলার সকল অফিসার অনুরোধ করায় তিনি ছেলের নামে ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করেন তবে পিডিবির সাথে খেলার সময় তিনি কোনোরূপ মারামারি করেননি, বীর মুক্তিযোদ্ধা গীতা রায়ের প্রতিবেদন দেরিতে প্রেরণ তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়, উপজেলার বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকায় এবং কমিটি প্রতিবেদন দিতে দেরি করায় তাঁর প্রতিবেদন প্রেরণে বিলম্ব হয় উপরন্তু গীতা রায়ের প্রতিবেদনটি গেজেট প্রকাশের জন্য তিনি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে (জামুকা) ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন মর্মে জানান; এবং

৪। যেহেতু, সরকার পক্ষ ও অভিযুক্তের বক্তব্য এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ছেলের নামে ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজনের ঘটনাটি সত্য যা অভিযুক্ত নিজে স্বীকার করেছেন, উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ অনুরোধ করলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের ছেলের নামে কর্মস্থলে ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার জন্য শোভন নয় এবং 'অসদাচরণের' শামিল, এছাড়া অভিযোগনামার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের লিখিত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় জবাবে তিনি উল্লেখ করেছেন দিরাই উপজেলার প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব আতাউর রহমান লিখিতভাবে জানান যে, গীতা রায় মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো ধরনের অত্যাচার বা নির্যাতনের শিকার হননি এবং তিনি প্রকৃত বীরাঙ্গনা নন কিন্তু অপরদিকে ব্যক্তিগত শুনানিতে বলেছেন তিনি নিজে গীতা রায়ের নামে গেজেট প্রকাশের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চলমান রেখেছেন যা স্ববিরোধী এবং এতে প্রতীয়মান হয় যথাসময়ে গীতা রায়ের প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ নয় মান বিলম্ব করার কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বিধায় এটি তাঁর কর্তব্যে অবহেলার শামিল এবং 'অসদাচরণের' পর্যায়ভুক্ত অপরাধ;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ সফি উল্লাহ (পরিচিতি নং ১৬৯৮৪), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিরাই, সুনামগঞ্জ ও বর্তমানে উপপ্রধান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ উপযুক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই অপরাধের কারণে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত না হওয়ায় এবং এই বিষয়ের পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হলে আরও পর্যাপ্ত ভিত্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আনিত অভিযোগের মাত্রা ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
কর প্রশাসন-১ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩১ মে ২০২১

নং ০৮.০১.০০০০.০১৯.০২.০১৩.২১.২৫৬—বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তা মরহুম মোঃ আলী আজগর, প্রাক্তন কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কর আপিল অঞ্চল-৩, ঢাকা কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এ আক্রান্ত হয়ে ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিগত ২০-০৪-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৩ তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতা: মৃত আব্দুর রহিম সরদার এবং মাতা: মৃত জুলেখা খাতুন। তিনি ৪ সন্তানের জনক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী: মিসেস নাসরিন আক্তার, ৩ পুত্র: যথাক্রমে সাকিব মুর্তজা সাদ, সামিউল নবী (রিফাত), আব্দুর রহিম সরদার (শাদীদ) এবং কন্যা: নিশাত আনান সুহা-কে রেখে যান। তার জন্ম তারিখ: ১৫-৫-১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। মৃত্যুকালে তিনি ৪র্থ গ্রেডের (বেতন স্কেল: ৫০,০০০—৭১,২০০) কর্মকর্তা ছিলেন।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

হাফিজ আহমেদ মুর্শেদ
সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৯ আষাঢ় ১৪২৮/২৩ জুন ২০২১

নং ০৯.০০.০০০০.১২৩.১৪.০০৫.১৯-১৩০—আগামী ২৪ জুন ২০২১ তারিখ, বেলা: ১০:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে South Asia Subregional Economic Co operation (SASEC) Dhaka-Sylhet Corridor Road Inverstment Project-এর খসড়া ঋণ চুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির উপর Loan Negotiation অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো :

দলনেতা

(১) **ড. পিয়ার মোহাম্মদ, অতিরিক্ত সচিব (এডিবি অনুবিভাগ প্রধান), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ**

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোঃ মাহবুবের রাহমান, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(৩) জনাব সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, উপসচিব, ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৪) জনাব পরিমল সরকার, উপসচিব (এডিবি-১), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৫) জনাব এ, কে, মোহাম্মদ ফজলুল করিম, প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চলতি দায়িত্ব), "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

(৬) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপসচিব, অর্থ বিভাগ

(৭) জনাব মীর্জা মোহাম্মদ আলী রেজা, উপপ্রধান (উপসচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৮) মোসাঃ রাবেয়া আকতার, উপসচিব (এডিবি-৩), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(৯) বেগম মাসুমা জামান, উপসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১০) জনাব অলোক কুমার হাজরা, দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক অব্যাহতি ও প্রকল্প সুবিধা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(১১) জনাব মোঃ রুকুনুজ্জামান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃ প্রঃ, চলতি দায়িত্ব), "সাসেক ঢাকা- সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

(১২) প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

২। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে উক্ত **ভার্চুয়াল** Loan Negotiation এ অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ রাবেয়া আকতার
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৮/২৩ জুন ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১১.০০৩.২১-৮০—'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-এর ৪৯ ধারা মোতাবেক আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে সদ্য অবসরে গমনকারী জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম এর অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) স্থগিতের শর্তে এবং 'রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ/পদোন্নতি ও পদায়ন বিষয়ক নীতিমালা-২০১৯"-এর ৩(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁকে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ১ (এক) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সফিউল আলম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ: ১০ আষাঢ় ১৪২৮/২৪ জুন ২০২১

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৬.১৯.১৮১—যেহেতু, জনাব মোঃ আজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ এর বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় কিশোরগঞ্জ জেলার শহরতলী খিলপাড়া এলাকায় কিশোরগঞ্জ-ভৈরব মহাসড়কের পার্শ্বে ২৮ একর জায়গার উপর ১০৫০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের কাজে অনিয়মের অভিযোগে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০২.১৮-৫২৩, তারিখ: ২৬-৫-২০১৯ মোতাবেক তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৬.১৯-২৪০, তারিখ: ৩০-০৭-২০১৯ মোতাবেক ০৩/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে "অভিযোগনামা" ও "অভিযোগ বিবরণী" প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে স্মারক নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০০৫.৯৯.০০৩.২০-৪২, তারিখ: ২০-০৬-২০২১ মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ আজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ এর নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আজমুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৩/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০২.১৮-৫২৩, তারিখ: ২৬-০৫-২০১৯ মোতাবেক জারিকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৮/১৬ জুন ২০২১

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.১৬.১৯৯.১৯-১৯০—১৯৬৮ সালের (১৪নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল:

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজা	খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	বেরুয়ান জামে মসজিদ গ্রাম: বেরুয়ান ইউনিয়ন: চাদভা ডাকঘর: বেরুয়ান উপজেলা: আটঘরিয়া জেলা: পাবনা	বেরুয়ান	২১১ ২৮২ ২৮৩	৩৬৫ ৩৬৪ ৩৬৭	০.০৭ ০.১২ ০.১৭	পূর্ব: পোস্ট অফিস ও মাদ্রাসা পশ্চিম: পাকা সড়ক উত্তর: জনাব নজরুল ইসলাম এর মালিকানা পানবরজ দক্ষিণ: পারিবারিক করবস্থান।	২১১ নং খতিয়ানের ৩৬৫ নং দাগের ০.০৭ একর জমি বেরুয়ান মসজিদের নামে আর.এস রেকর্ড বিদ্যমান। ২৮২ ও ২৮৩ নং খতিয়ানের ৩৬৪ ও ৩৬৭ নং দাগের ০.২৯ একর জমির আর.এস রেকর্ডীয় মালিক শাহাদত আলী মোল্লা। তিনি ০৪-০৫-১৯৭৮ তারিখের ১৩১৭ এবং ২০-০১-১৯৯৮ তারিখের ১৭৬ নং রেজিষ্ট্রী ওয়াকফনামা মূলে বেরুয়ান মসজিদের পক্ষে মোতয়াল্লীর অনুকূলে হস্তান্তর করেন।	বেরুয়ান মসজিদ কমিটি, মসজিদের ইমাম ও স্থানীয় মুসল্লীগণ তারা সকলেই মসজিদের অনুকূলে বর্ণিত জমি, জমির উপর মসজিদ এবং অন্যান্য স্থাপনা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে হস্তান্তরে সম্মতি প্রকাশ করেছেন।	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শরীফ নজরুল ইসলাম
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪২৮/২৫ মে ২০২১

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০০১.৯৯-২৩০—'ডেইরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং ০৯/২০০১, তারিখ: ০৮-০৮-২০০১।

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি-বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনটি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেনি;

যেহেতু, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের নোটিশ ও সভার কার্যবিবরণী এবং বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনটি বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনটির এহেন কার্যকলাপের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং এমসি/অবা-৬/এ-২/৯৯/১৬১-এর মাধ্যমে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব না পাওয়ায় সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল করার লক্ষ্যে মতামত প্রদানের জন্য যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর বরাবর পত্র দেওয়া হয়। যার প্রেক্ষিতে আরজেএসসি ২৮-০৮-২০০৮ তারিখের স্মারক নং রেজসকো-৪১৫০ এর মাধ্যমে জানান, ডেইরী এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ নামক সংগঠনটি বিধি মোতাবেক নিবন্ধনের পর হতে রেজসকো-তে কোন রিটার্ন দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে "ডেইরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ" এর কার্যক্রম চলমান আছে কিনা সে বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩ .০০১.৯৯/৩৫, তারিখ: ৩১-০১-২০২১-এর মাধ্যমে সংগঠনের সভাপতি বরাবর পুনরায় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে সভাপতি শুধুমাত্র সংগঠনের ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ সালের অডিট রিপোর্ট দাখিল করেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের কাগজপত্র, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দাখিল করেননি;

যেহেতু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০২ মার্চ ২০২১ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০০১.১৯-১০৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে 'ডেইরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'-এর কার্যক্রম চলমান আছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান, উপসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, উল্লিখিত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে বর্ণিত সংগঠন কর্তৃক বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১১৯৪ এর ১৪, ১৫ ও ১৬ নং বিধি লংঘিত হয়েছে, এর কার্যক্রম মেয়াদ উত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে যা অবৈধ, সংগঠনটি কর্তৃক সংঘবিধির ২.১ (ছ) ও ২.১ (ড) বিধি লংঘন করা হয়েছে এবং ২৪-০২-২০২১ তারিখে প্রেরিত ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ বর্ষের Auditors Report হুবহু ও একই রকম ,যাতে প্রমাণিত হয় যে সংগঠনটি অকার্যকর;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর ৪(১) ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১(১) বিধির আওতায় 'ডেইরি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ'-এর ০৮-০৮-২০০১ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নং-০৯/২০০১ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

সোলেমান খান
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন।

রপ্তানী-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৩ জুন ২০২১

বিষয়: **বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসের বাণিজ্যিক উইং-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (স্থানীয় ভিত্তিক) পদ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।**

নং ২৬.০০.০০০০.১০২.১৫.০১১.২০-৯৭—উপর্যুক্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.০০.০০০০.১৬০.১৫.০১৭. ০১ (খণ্ড)-৬১, তারিখ: ২২ মার্চ ২০২১ সংখ্যক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৭.১৫৫.০১৫.২৬.০০.০০৩.২০০১-২৬৫, তারিখ: ১ জুন ২০২১ সংখ্যক আদেশের আলোকে জার্মানীর বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসের বাণিজ্যিক উইং নিম্নোক্ত ১ (এক) টি পদের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৩ হতে ৩১-০৫-২০২০ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষ সংরক্ষণ এবং ০১-০৬-২০২০ হতে ৩১-০৫-২০২১ পর্যন্ত পদ সংরক্ষণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি:

ক্রমিক নং	মিশনের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১।	বার্লিনস্থ বাংলাদেশ দুতাবাসের বাণিজ্যিক উইং	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (স্থানীয় ভিত্তিক)	০১ টি

২। উক্ত পদে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করবেন।

৩। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

৪। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

নাহিদ আফরোজ
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সংস্থাপন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ আষাঢ় ১৪২৮/২৩ জুন ২০২১

নং ৪০.০০.০০০০.০২০.০৪.০০৩.১৮-৯৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.২৪.০০. ০৫০.২০১০-৪৫ নং পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩. উপসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪. যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব

৫. উপসচিব (সংস্থাপন-১), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) এই কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি ক্ষেত্রে বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান করবে;

(খ) বিবিধ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হানিফ সিকদার
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ০৬ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.২২১.১০(অংশ-১).১৫৪—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act (XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রং নং	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১।	সামাইর	১২৭	১৪২১	সাভার	ঢাকা	রিট সংশ্লিষ্ট ২০২, ৬৫১, ৬৫২, ৭০২, ৭৩৫,১১৯০, ১১৯১, ১১৯৪, ১৪০১ নম্বর খতিয়ান এবং ১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত হাল ৩৬২০, ৩৬২১, ৩৬২২, ৩৬২৩, ৩৬২৪, ৩৬২৫, ৪০০৮ ও ১/১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত হাল ৪০০৮ নম্বর দাগ ব্যতীত।
২।	বাগ্নিবাড়ী	১৩৯	২২৯৬	সাভার	ঢাকা	রিট সংশ্লিষ্ট ১৩৮, ২২৮৪, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৮ ও ২২৯৬ নম্বর খতিয়ান এবং ১/১ নম্বর খাতিয়ানভুক্ত হাল ৫১৩৪ নম্বর দাগ ব্যতীত।

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৫৭.১০(অংশ-২).১৫৩—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act (XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রং নং	মৌজার নাম	জে.এল. নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রামনাথপুর	৮৩	২৫২	পীরগঞ্জ	রংপুর
২	রোজবাহাপুর	১৬৯	৩২২	পীরগঞ্জ	রংপুর
৩	পাহাড়পুর	২০৪	৭৮৯	পীরগঞ্জ	রংপুর
৪	বড় রামনাথপুর	২৩৮	১১৪২	পীরগঞ্জ	রংপুর
৫	বড় করিমপুর	২৪৭	৩৯০	পীরগঞ্জ	রংপুর
৬	কাটাদুয়ার	২৮১	৭৯৯	পীরগঞ্জ	রংপুর
৭	করিমপুর	৩০৫	৩২১	পীরগঞ্জ	রংপুর
৮	মল্লিকবেগ	৪৫	৫৬৮	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৯	মনার কুটী	৪৬	৪৯২	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১০	মালিবাড়ী	৫	৪৬৮০	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
১১	আনালের তাড়ী	১০৩	২২১৭	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
১২	চিথলিয়া	৬	১৩৬১	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৩	বোনারপাড়া	১৮	৫৮৪	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৪	ভগবানপুর	৬৬	১৮১	সাঘাটা	গাইবান্ধা
১৫	কিসমত হলদিয়া	৯৪	১৪২৪	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৬	কিসমত ধোপাডাঙ্গা	৯৬	৩৩৬	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৭	গোয়ালকান্দি	৮২	১৫৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৮	আরাজি খলসি	১০৬	২১৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৯	পুরন্দর	১৮৮	৮০০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২০	পোগইল	১৯৩	২১৬৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২১	নাকাই	১৯৪	৯৭০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২২	বড়দহ	২০৮	১৪৭৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৩	চাঁদপুর সিঙ্গা	২১১	৫১১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৪	পানীয়া	২১২	৪১০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৫	মহাদেবপুর	২১৮	৭২৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৬	শাকপালা	২৩৫	৩৩৩	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৭	চক গোবিন্দ	২৪২	৭৩৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৮	রাখাল বুরুজ	২৯৯	৩৭১৫	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৯	সুধারধাপ	৩২৩	২৫৪	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).১৫২—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act (XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্র. নং	মৌজার নাম	জে. এল. নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কামার্থি	১৬২	৭৮০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২	ভূয়া কামার্থি	১৫৭	৬০০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৩	বৈলখণ্ড	১৮৭	৯২৪	কালিহাতী	টাঙ্গাইল

১	২	৩	৪	৫	৬
৪	উত্তর চামুরিয়া	১৫২	৬৪৪	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৫	দরিখরসিলা	২৬২	৭৪৯	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৬	বাশুরিয়া	০৭	৫১১	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৭	ভৈরব বাড়ী	১১	৪৯২	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৮	গায়েরা বেতিল	২০০	২৫০৭	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৯	পেকুয়া	১৯৮	১৫৫০	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
১০	চিতেশ্বরী	২০৩	২৪১৪	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
১১	গিলাবাড়ী	২৬৫	৮২৭	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১২	লাউয়াগ্রাম	৬২	৫৮২	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১৩	নন্দনগাতী	৮৬	৮১৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১৪	গড় জয়নাবাড়ী	৫৫	৩২২	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
১৫	আগ দীঘলিয়া	০৭	১৭৬৫	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
১৬	রছুলপুর বনগ্রাম	৩০	২৩০২	নাগরপুর	টাঙ্গাইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১১(অংশ-১).১৫১—The State Acquisition And Tenancy Act. 1950 (Act (XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্র. নং	মৌজার নাম	জে. এল. নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বাহেরচর	১১৯	১৫৪৯	গলাচিপা	পটুয়াখালী
২	নতুন কাওয়ার চর	৬০	০১	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৩	পূর্ব চর কুতুবপুর	১২	২০৮	মুলাদী	বরিশাল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

আইন-৩ শাখা
পরিপত্র

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতসমূহের বিচারিক কার্যক্রমে অনলাইন শুনানি ব্যবস্থা চালুকরণ সংক্রান্ত।**

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৬৮.০০৩.২১-৫২—দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও টেকসই ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিচারিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সেটেলমেন্ট অফিস, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপিল বোর্ড-এ ভূমি রাজস্ব বিষয়ক বিচারিক আদালতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে অনলাইন শুনানি গ্রহণ করা হলে বিচারিক সেবা আরও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে।

২। এ অবস্থায়, আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন) অনুসরণে দেশের সকল ভূমি রাজস্ব বিষয়ক আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি অনলাইন শুনানি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৪ জুন ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১০৪.২১-২৫৫—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসপি-৮৪৪৬ মেজর শেখ মনিরুজ্জামান, জিএল, পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুন ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০০৭.১৯-৬৫—জনাব আ.ফ.ম আনোয়ার হোসেন খান, পিপিএম (বিপি নং-৭০০৫১১৩৯৮৪), সাবেক পুলিশ সুপার, র‍্যাব (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত)-কে এ বিভাগের গত ২৪-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০০১.১৮-১১১ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি ৩ মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের পর তিনি পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন;

৩। বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৮/১৭ জুন ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২১.২০২০-১৩১—যেহেতু, ডাঃ সহিদ হোসেন মোঃ নূর আফজাল (সিআইভি-৩০৪১৫৭৩৪৮), তত্ত্বাবধায়ক (ভারপ্রাপ্ত), বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল, খুলনায় তত্ত্বাবধায়ক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আউট সোর্সিং ডাক্তার মোহসেনা ফেরদৌসী তাঁর গলা ব্যথা ও টনসিলের সমস্যার কারণে হাসপাতালে আগত রোগীদের সাথে কথোপকথন এড়িয়ে চলার জন্য তার কক্ষের দরজার বাহিরে সাদা কাগজে মোটা কালি দিয়ে NAPA, স্যালাইন, ক্যালসিয়াম, Monas, Lumona, Losectil, Insulin ও কাশির সিরাপ নাই লেখা সম্বলিত একটি কাগজ টাঙ্গিয়ে রাখেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে পুলিশ হাসপাতালের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়। অথচ ৫-৫-২০২০খ্রিঃ তারিখে মজুত তালিকা অনুসারে হাসপাতালে যথেষ্ট পরিমাণ NAPA গ্রুপের বিপরীতে Tab. Paracitamol Extra এবং Montilucast ঔষধ মজুদ ছিল। এছাড়া ডাঃ ফয়সাল পুলিশ পরিদর্শক জিএম নজরুল ইসলামকে NAPA'র বিপরীতে Tab. Paracitamol Extra এবং Montilucast ঔষধ সরবরাহ না করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে সরকারি কোয়ার্টারে বসবাসকালে দায়িত্বে ফাঁকি দিয়ে খুলনা শহরে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়মিত প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং খুলনার ঔষধ ঠিকাদার এবং মেডিকেল প্রতিনিধিদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৭-১০-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২১.২০২০-২১৩ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১১-১১-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৭-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, ডাঃ মোহসেনা ফেরদৌসী ও ডাঃ ফয়সাল হক পুলিশ সদস্যকে ঔষধ না দেওয়ার বিষয়টি তিনি জানতেন না। এছাড়া স্টোরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ থাকা সত্ত্বেও NAPA, Montilucast নাই মর্মে লিখিত কাগজ প্রদর্শন করা ঠিক হয়নি। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি তার অধিনস্থ চিকিৎসকদের যথাযথভাবে তদারকি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ" এর সামিল; এবং

৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় ডাঃ সহিদ হোসেন মোঃ নূর আফজাল (সিআইভি-৩০৪১৫৭৩৪৮)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ায় তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৯.২০২০-১৩২—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজরান রউফ (বিপি-৯১১৭১৯৫১৯৮), রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে সহকারি পুলিশ কমিশনার হিসেবে কর্মকালে গত ২৫-০১-২০২০ তারিখ হতে ১৪-০৩-২০২০ তারিখ পর্যন্ত এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠেয় ৮ সপ্তাহ মেয়াদী "Police Commando Course (PCC-6)" কোর্সে তাকে মনোনীত করা হয়। তিনি প্রশিক্ষণে যোগদানের পর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। যা নিম্ন পদস্থ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৭-১০-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৯.২০২০-২১২ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১৬-১১-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৭-০৫-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, তিনি ৩ বছর ধরে দ্বিতীয় ডিগ্রীর একউটি হেমোরেজ রোগে ভুগছেন। গত ২৪-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার খাগড়াছড়িতে যাবার পর প্রচন্ড ব্লিডিং শুরু হলে তাকে ২৫-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ট্রেনিং সেন্টারের ডাক্তার তাকে Unfit ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তাকে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজে নেয়া হলে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালের তিনজন ডাক্তার দ্বারা মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয় এবং গত ০৩-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত মেডিক্যাল বোর্ড তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে Unfit ঘোষণা করলে তাকে গত ০৬-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ট্রেনিং হতে অব্যাহতি প্রদান করে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রেনিং সম্পর্কে কোন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেননি জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, মেডিক্যাল বোর্ডের মতামত, দালিলিক সাক্ষ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা চাকরিতে নবীন ও তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত শর্তে উক্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো :

(১) তাঁকে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় ভর্তি হয়ে একমাস চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসা শেষে ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্বক

যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।

(২) পুলিশ হাসপাতালের প্রদত্ত সার্টিফিকেট মোতাবেক তিনি শারীরিকভাবে Unfit প্রমাণিত হলে পুলিশ অধিদপ্তর উক্ত কর্মকর্তার পিআইএমএস এ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা ভবিষ্যতে তার পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

(৩) একমাস চিকিৎসা গ্রহণ করে তিনি পুনরায় কমান্ডো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করবেন।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪

আদেশাবলী

তারিখ: ১৭ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৭৭.২১.০২৫.২০২১-২০৭—আগামী ২১ জুন ২০২১ তারিখে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ এর প্রথম ধাপে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ এর স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০২১-১৪৯, তারিখ: ১৭-০৬-২০২১ খ্রিঃ মূলে জারিকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ নং-১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act. 1878 (Act. XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল:

"সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণের পূর্বে ৭ (সাত) দিন, ভোটগ্রহণের দিন এবং ভোটগ্রহণের পরের ৫ (পাঁচ) দিন অর্থাৎ মোট ১৩ (তের) দিন পর্যন্ত অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণের অস্ত্রসহ, চলাচল, বহন ও প্রদর্শন করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো।"

(২) যারা এ আদেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে The Arms Act. 1878 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নং স্বঃমঃ নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-২০৬—আগামী ২১ জুন ২০২১ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৭৫ লক্ষ্মীপুর-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিশাখা-৬ এর স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০. ০৭৯.০১.০০১.২০১৮(অংশ-১)-১৪৬, তারিখ: ১৫-০৬-২০২১ খ্রিঃ মূলে জারিকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ নং-১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act. 1878 (Act. XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল:

"২০ জুন ২০২১ তারিখ ভোর ৬.০০ টা হতে ২৩ জুন ২০২১ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০টা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রেও লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ চলাচল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো।"

(২) যারা এ আদেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে The Arms Act. 1878 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাকিব হাসান তরফদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৮/১৭ জুন ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৮.২০২০-১৩৩—যেহেতু, জনাব এ, কে, এম ওহিদুন্নবী (বিপি-৯০১৬১৭৮৩৭০), সহকারি পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর গত ২৫-০১-২০২০ তারিখ হতে ১৪-০৩-২০২০ তারিখ পর্যন্ত এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠেয় ৮ সপ্তাহ মেয়াদি "Police Commando Course (PCC-6)" কোর্সে তাকে মনোনীত করা হয়। তিনি প্রশিক্ষণে যোগদানের পর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। যা নিম্ন পদস্থ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনিত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৭-১০-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৮.২০২০-২১১ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ১৬-১১-২০২০ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৭-০৫-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, গত ২৫-০১-২০২০ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার খাগড়াছড়িতে যোগদানের লক্ষ্যে ২৪-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে রিপোর্ট করেন। ট্রেনিং সেন্টারের নিজস্ব ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হলে তার ECG তে সমস্যা থাকায় ECO এবং ETT করানোর সুপারিশ করেন। ETT করানোর পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেডিকেল বোর্ড তার শারীরিক অবস্থা ও রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করে তাকে ট্রেনিং এর জন্য Unfit ঘোষণা করেন। গত ০৬-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাকে ট্রেনিং হতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তিনি নিজ ইউনিটে চলে যান। তিনি কোন সাপোর্ট স্টাফদের সাথে অসৌজন্যমূলক কোন আচরণ বা মনোভাব পোষণ করেননি। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রেনিং সম্পর্কে কোন নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেননি জানিয়ে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু আনিত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, মেডিক্যাল বোর্ডের মতামত, দালিলিক সাক্ষ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায়

অভিযুক্ত কর্মকর্তা চাকরিতে নবীন ও তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত শর্তে উক্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো :

(১) তাঁকে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় ভর্তি হয়ে একমাস চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসা শেষে ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।

(২) পুলিশ হাসপাতালের প্রদত্ত সার্টিফিকেট মোতাবেক তিনি শারীরিকভাবে Unfit প্রমাণিত হলে পুলিশ অধিদপ্তর উক্ত কর্মকর্তার পিআইএমএস এ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা ভবিষ্যতে তার পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

(৩) একমাস চিকিৎসা গ্রহণ করে তিনি পুনরায় কমান্ডো ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করবেন।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুন ২০২১

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪১.২০-২৯৭—যেহেতু, জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বগুড়া নার্সিং কলেজ, বগুড়া এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি পদোন্নতি প্রাপ্তির পর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধ্যক্ষ পদে লোক নিয়োগের জন্য অবগতিপত্র প্রেরণ না করে উক্ত বিষয়টি ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন করে নিজেই অবমুক্তি পত্র দাখিল এবং যোগদানপত্র গ্রহণ করে সুকৌশলে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাষকের পক্ষ থেকে এয়ার কন্ডিশনার খুলে অধ্যক্ষের বাস ভবনে স্থানান্তর করেন। তিনি কলেজে ভর্তির ৮ (আট) নং শর্তাবলি ভেঙ্গে কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক সরকারি চাকরিতে যোগদান করার তথ্য গোপন করেন। তিনি সরকারি অনুমতি ছাড়াই বগুড়া নার্সিং কলেজের ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মসজিদে দানের নামে জোড়পূর্বক চাঁদা উত্তোলন করেন। তিনি অধীনস্থ শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণ করেন। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ০৮-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৪১.১৪০ নং স্মারকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন উক্ত কারণ-দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৭-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

৪। সেহেতু, তদন্তে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা না পাওয়ায় জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিনকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং স্বাপকম/হাস-৩/বিবিধ-০২/০৫/৩৩৫—শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২ এর ৬ নং ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকার "বোর্ড অব গভর্নরস" গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

(১) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সংসদ সদস্য

(ক) জনাব কাজী মনিরুল ইসলাম, মাননীয় সংসদ সদস্য (১৭৮ ঢাকা-৫);

(খ) বেগম মেহের আফরোজ, মাননীয় সংসদ সদস্য (১৯৮ গাজীপুর-৫);

(৩) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (পদাধিকারবলে)

(৪) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (পদাধিকারবলে)

(৫) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (পদাধিকারবলে)

(৬) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা (পদাধিকারবলে)

(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, তোপখানা রোড, ঢাকা (পদাধিকারবলে)

(৮) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, (পদাধিকারবলে)

(৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রখ্যাত শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ

(ক) ডাঃ আফতাব ইউসুফ রাজ, সিনিয়র কনসালটেন্ট (নিউনেটোলজি), স্কয়ার হাসপাতাল, ঢাকা;

(১০) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রখ্যাত স্ত্রী রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ

(ক) ডাঃ রওশন আরা বেগম, অধ্যাপক (অবঃ) (গাইনী এন্ড অবস্), বেসরকারি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা

(১১) সরকার কর্তৃক মনোনীত শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ২ (দুই) জন ব্যক্তি

(ক) ডাঃ নিলুফার সুলতানা, অধ্যাপক (অবঃ) (গাইনী এন্ড অবস্), ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা;

(খ) ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান, কনসালটেন্ট (পেডিয়াট্রিক্স), বাসা-১২, ফ্লাট-এ/১০, রোড-১৫ (২৮ পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯;

(১২) নির্বাহী পরিচালক ব্যতীত ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠতম মেডিক্যাল অফিসার

(ক) অধ্যাপক ডাঃ ওয়াহিদা খানম, বিভাগীয় প্রধান (শিশু), শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

সদস্য-সচিব

(১৩) নির্বাহী পরিচালক (পদাধিকারবলে)

(খ) **"বোর্ড অব গভর্নরস" এর কার্য-পরিধিঃ**

(১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি পরিচালনা ও প্রশাসন একটি "বোর্ড অব গভর্নরস" এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ড অব গভর্নরসও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করতে পারবে;

(২) ইনস্টিটিউট তার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে;

(৩) মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ-দর্শায়ে উক্তরূপ কোনো সদস্য-কে তার পদ হতে যে কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না;

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য পরবর্তীতে সংসদ সদস্য হিসেবে না থাকলে তার পদ শূন্য হবে এবং তদস্থলে ১ (এক) জন নতুন সংসদ সদস্য মনোনীত হবেন।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত আদেশে ১২-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল আলম
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/৪ এপ্রিল ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০৩৫.২০-২২৪—যেহেতু, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাবির হোসেন খান (পাভেল) ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নমিনেশন পেপার দাখিলের পূর্বেই (দাখিলের তারিখ: ০৩-০৩-২০১৯) ১নং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক (রায় ঘোষণার তারিখ: ০৮-০৩-২০১৮) ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্ত হয়ে 19A ধারায় ১০ (দশ) বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে এবং 19(f) ধারায় ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; এবং

যেহেতু দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনী হলফনামায় ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন; এবং বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(খ) ও ১৩(১)(গ) ধারা লংঘিত হয়েছে;

সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো: তাবির হোসেন খান (পাভেল) আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ায় এবং হলফনামায় তথ্য গোপন/অসত্য তথ্য প্রদানের বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা এবং উপজেলা পরিষদ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক তাকে স্বীয় পদ হতে অপসারণ করে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

পানি সরবরাহ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৭ মে ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৩.১৮-২৫০—যেহেতু, জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল এর বিরুদ্ধে হবিগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায়

"৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ" প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ পৌরসভায় পানি শোধনাগার স্থাপন কাজে—

(১) পয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ৫৮,৭৬০ টি ওয়েল্ডিং এর জন্য ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্য ৫৮,৭৬,০৫৮.৭৬ টাকার পরিবর্তে ১,১৯,৭৮,১১৯.৭৮ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৬১,০২,০৬১.০২ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে;

(২) ল্যাপ ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ১৩,৫৬০ টি ল্যাপ ওয়েল্ডিং এর জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তিকৃত মূল্য ১৬,২৭,২১৩.৫৬ টাকার পরিবর্তে ৫২,৯৯,২৪৪.১৬ টাকা বিল প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩৬,৭২,০৩০.৬০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে এবং

(৩) বালি ভরাটের ক্ষেত্রে ১২০ ঘঃ মিঃ এর জন্য ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্য ৭,২০,০০০.১২ টাকার পরিবর্তে অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ২,৮৬,৪৯,৫২৪.৭৭ টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন উপস্থাপনের—

অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০৩/২০১৯ রুজু করে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি যথাসময়ে তাঁর জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী চান এবং তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮-০৯-২০১৮ তারিখের ২৮৪ নং অফিস আদেশ অনুযায়ী জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ, তদপ্রেক্ষিতে তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষ ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় আনিত অভিযোগের বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণের জন্য একই বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধির বিধান অনুযায়ী দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কমিটি গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে ১৩৪৮ নং স্মারকের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ দুইটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, একই বিধিমালার বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ হতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে তাঁকে বিধি ৬(২) অনুযায়ী আনিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নং ০৩/২০১৯ নিষ্পত্তি করা হলো। একই সাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। সাময়িক বরখাস্ত কালকে নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে গন্য করা হলো। এজন্য তিনি বিধি মোতাবেক সকল বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৩.১৮-২৫১—যেহেতু, জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল এর বিরুদ্ধে কুমিল্লা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০১৮ এর ২৬(৪) বিধির বিধান লংঘন করে দরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে দরপত্র জামানতের পে-অর্ডার ফেরত দিয়ে অন্য ঠিকাদারদের বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত লাভের আশায় শুধুমাত্র মেসার্স মঞ্জুর এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, সে প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০৪/২০১৯ রুজু করে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি যথাসময়ে তাঁর জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী চান এবং তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ, তদপ্রেক্ষিতে তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষ ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় আনিত অভিযোগের বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণের জন্য একই বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধির বিধান অনুযায়ী দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কমিটি গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে ১৩৪৮ নং স্মারকের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুসারে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ২৬(৪) এর বিধান লংঘনের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে আনিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, একই বিধিমালার বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ফিরোজ আলম চৌধুরীকে অসদাচরণের অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে (সর্বনিম্ন ধাপ) অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৫ম গ্রেডের ধাপে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে ৪৩,০০০/- টাকায় অবনমিতকরণের দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪২৭/৮ এপ্রিল ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০০১.২০-৩৭৭—বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২৮নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন গত ১১ ডিসেম্বর ২০২০, বিকাল ০৪:৩০ টায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)।

২। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১৫(ঙ) মোতাবেক বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২৮নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুমেরী জামান
উপসচিব।

উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/২ জুন ২০২১

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১৩.২০১৭-৩১৫—জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত) (প্রেষণে) শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক কর্মস্থল-নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/০৩) এর ১১(গ)/৩০ ধারার ১৩৭২/২০১৮ (সাবেক ৫৩৬/২০১৭) নং মামলার চার্জশীটভুক্ত হওয়ায় এ বিভাগের ৩০-০৮-২০১৭ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১২.২০১৭-৭৮৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনের আলোকে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্তকৃত) (প্রেষণে) শেখ হাসিনা সাংস্কৃতি পল্লী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা (সাবেক কর্মস্থল-নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ)-কে বিজ্ঞ আদালত গত ২৮-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধি ২৬৫(H) ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত মামলায় খালাস প্রদান করায় তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল করা হলো।

বিধি মোতাবেক তিনি সকল সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৯ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৫৯/২০০২-১১২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (আল-আমিন, পিতা-মনিরুজ্জামান, মাতা-নুরজাহান বেগম, গ্রাম-তেনাপচা, ডাকঘর-গোয়ালন্দ, উপজেলা-গোয়ালন্দ, জেলা-রাজবাড়ী)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার দেবগ্রাম ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৭.০০.০০০০.০৪৭.৯৯.১৮১.১৬.১৯৮—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩)-এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে, সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত-২০২০)-এর ১৮ নং বিধিতে বর্ণিত শর্ত হতে অব্যাহতি দিয়ে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা যানবাহন ক্রয় এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদন পূর্বসীমা ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকার স্থলে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা করা হলো।

কাজী মোশতাক জহির
উপসচিব (প্রতিষ্ঠান শাখা-২)।